



204142 - মুহররম মাসের মর্যাদা

প্রশ্ন

মুহররম মাসের ফযলিত কী?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

সমস্ত প্রশংসা বশ্বিজাহানরে প্রতিপালক আল্লাহর জন্য। আমাদের নবী, সর্বশেষে নবী, রাসূলদের সর্দার মুহাম্মদ এর প্রতি, তাঁর পরিবার-পরিজন ও সাহাবায়েরে করোম সকলেরে প্রতি আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষতি হোক। পর সমাচার:

মুহররম মাস একটি মহান মাস। বরকতময় মাস। এটি হিজরি সনের প্রথম মাস। এটি নিষিদ্ধ মাসসমূহেরে একটি; যে মাসগুলোর ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেন: “নিশ্চয় আল্লাহর নিকট, লওহে মাহফুজে (বছরে) মাসেরে সংখ্যা বারটি আসমানসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টির দিন থেকে। তন্মধ্যে চারটি হারাম (সম্মানতি)। এটাই সরল বধিান। সুতরাং এগুলোতে তওমরা নিজদেরে প্রতি জুলুম করো না।”[সূরা তওবা, আয়াত: ৩৬]

আবু বাকরা (রাঃ) থেকে বর্ণতি তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, “বছর হচ্ছ- বার মাস। এর মধ্যে চার মাস- হারাম (নিষিদ্ধ)। চারটির মধ্যে তিনিটি ধারাবাহিক: যলিক্বদ, যলিহজ্জ ও মুহররম। আর হচ্ছ- মুদার গোত্রেরে রজব মাস; যটো জুমাদা ও শাবান মাস এর মধ্যবর্তী।”[সহিহ বুখারী (২৯৫৮)]

মুহররম মাসকে এ নামে অভিহিত করা হয়েছে এটি নিষিদ্ধ মাস হওয়ার কারণে এবং এর নিষিদ্ধ হওয়াকে জোরদার করার উদ্দেশ্যে।

আল্লাহর বাণী: “সুতরাং এগুলোতে তওমরা নিজদেরে প্রতি জুলুম করো না।” অর্থাৎ এ নিষিদ্ধ মাসসমূহে। যহেতে এ মাসসমূহে জুলুম করা অন্য মাসসমূহে করার চেয়ে অধিক গুরুতর গুনাহ।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে **فلا تظلموا فيهن أنفسكم** (অর্থ- সুতরাং এগুলোতে তওমরা নিজদেরে প্রতি জুলুম করো না।) আয়াতেরে তাফসিরে এসছে: সবমাসই। এরপর সখোন থেকে চারটি মাসকে খাস করছেন এবং সগেলোককে নিষিদ্ধ ঘোষণা করছেন। সগেলোর নিষিদ্ধতাকে গুরুতর করছেন। স মাসসমূহেরে গুনাহকে মহা অপরাধ গণ্য করছেন এবং স মাসসমূহেরে নকে কাজ ও সওয়াবকেও মহান করছেন। **فلا تظلموا فيهن أنفسكم** (অর্থ- সুতরাং এগুলোতে তওমরা নিজদেরে প্রতি জুলুম



করতে না।) আয়াতের তাফসিরে কাতাদা (রাঃ) বলেন: নিশ্চয় হারাম মাসসমূহে যুলুম করা অন্য মাসসমূহে যুলুম করার চেয়ে অধিক মারাত্মক গুনাহ। যদিও যুলুম সবসময়ই মারাত্মক। কিন্তু, আল্লাহ তাআলা নিজ ইচ্ছায় তাঁর কোন কোন নির্দেশনাকে অতিমহান করে থাকেন। তিনি আরও বলেন: নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর মাখলুককে মধ্যবশিষ্টে কিছু মাখলুককে মনোনীত করেছেন: ফরেশেতাদরে মধ্য থেকে কিছু ফরেশেতাকে ‘রাসূল বা দূত’ হিসেবে মনোনীত করেছেন। মানুষের মধ্য থেকেও কিছু মানুষকে ‘রাসূল বা দূত’ হিসেবে মনোনীত করেছেন। বাণীর মধ্য থেকে কিছু বাণীকে ‘স্মরণিকা’ হিসেবে মনোনীত করেছেন। জমনিরে মধ্য থেকে কিছু ভূমিকে ‘মসজিদ’ হিসেবে মনোনীত করেছেন। মাসসমূহের মধ্য থেকে রমযান ‘মাস ও হারাম মাসসমূহ’কে মনোনীত করেছেন। দনিসমূহের মধ্য থেকে ‘জুমা’র দিনকে মনোনীত করেছেন। রাতসমূহের মধ্য থেকে ‘লাইলাতুল ক্বদর’কে মনোনীত করেছেন। সুতরাং আল্লাহ যা কিছুকে শ্রেষ্ট করছেন সেগুলোকে শ্রেষ্টত্বের মর্যাদা দেন। কারণ বুঝান ও জ্ঞানবান লোকদের নিকট সাব্যস্ত যে, আল্লাহ মর্যাদা দেয়ার কারণেই বিভিন্ন বিষয়কে মর্যাদা দেয়া হয়ে থাকে।[সূরা তাওবার ৩৬ নং আয়াতের তাফসির; তাফসিরে ইবনে কাছরি থেকে সংক্ষিপ্ত ও সমাপ্ত]

মুহররম মাসে অধিক রোযা রাখার ফযলিত:

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “রমযানের পর সবচেয়ে উত্তম রোযা হচ্ছে- আল্লাহর মাস ‘মুহররম’ এর রোযা।”[সহিহ মুসলিম (১৯৮২)]

হাদিসের বাণী: “আল্লাহর মাস”: মাসকে আল্লাহর দিকে সম্বন্ধিত করা হয়েছে মর্যাদা প্রকাশার্থে। আল-ক্বারি বলেন: বাহ্যিক অর্থ হচ্ছে- গোটো মুহররম মাস।

কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সাব্যস্ত হয়েছে যে, তিনি রমযান ছাড়া কোন মাসই গোটো মাসব্যাপী রোযা রাখেননি। তাই হাদিসের এ ব্যাখ্যা করতে হবে যে, মুহররম মাসে বেশি রোযা রাখার প্রতি উদ্ভুদ্ধ করা হয়েছে; কিন্তু গোটো মাসব্যাপী রোযা নয়।

আরও সাব্যস্ত হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শাবান মাসে বেশি বেশি রোযা রাখতেন। খুব সম্ভব মুহররম মাসের ফযলিত সম্পর্কে তাঁকে আগে ওহি পাঠানো পাঠানো হয়নি; তাঁর জীবনের একবোর শেষে দিকে ওহি পাঠানো হয়েছে; এতে সে সিয়াম পালন সম্ভবপর হয়নি।[ইমাম নববীর ‘শারহু সহিহ মুসলিম]

আল্লাহ তাআলা স্থান ও কালকে মনোনীত করেন:

আল-ইয্য বনি আব্দুস সালাম (রহঃ) বলেন: “স্থান-কালের শ্রেষ্টত্ব দুই ধরণের: দুনিয়াবী। অন্য প্রকার হল: দ্বীনী; অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা এই স্থান-কালের মধ্যবশিষ্টে আমলকারী বান্দাদের সওয়াব বৃদ্ধি করার মাধ্যমে তাদের উপর তাঁর বদান্য ঢলে দেন। যমেন- অন্য মাসসমূহের উপর রমযান মাসের শ্রেষ্টত্ব। অনুরূপভাবে আশুরার দিনের শ্রেষ্টত্ব...। এগুলোর



শ্রেষ্টত্বৰে কাৰণ হচ্ছ- এগুলতে বান্দাৰ প্ৰতি আল্লাহ্ৰ বদান্যতা ও দয়া...।”[ক্বাওয়ায়েদুল আহকাম (১/৩৮)]

আমাদৰে নবী মুহাম্মদ, তাঁৰ পৰিবার-পৰজিন ও সাহাবায়ে কৰোম সকলৰে প্ৰতি আল্লাহ্ৰ রহমত ও শান্তি বৰ্ষতি হোক ।